R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৮ই কার্ত্তিক, ১৪১৮।
২৬শে অক্টোবর ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

প্রণববাবুর কি জঙ্গিপুরের জন্য কিছুই করার ছিল না

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২০০৪ এ ভোটে জিতে প্রণব মুখার্জী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হন। বর্ডার ডেভেলপমেন্টের টাকায় বহুতালী-কানুপুর রাস্তা নির্মাণ হয়। তারপরই বিদেশ মন্ত্রীর দায়িত্ব নেবার পর মিঞাপুর লেবেল ক্রসিং-এ ওভার ব্রীজের শিলান্যাস এবং সেটি তৈরীর পর ঐ জায়গায় সভা করেন। কিন্তু ঐ ওভারব্রীজ আজও অসম্পূর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে মানুষের নিত্য দিনের অসুবিধা বাড়িয়েই চলেছে। এরপর ভোটে জিতে অর্থমন্ত্রী। তাঁর এই দীর্ঘ সময়ে গোটা কয়েক এ্যাম্বুলেন্স ছাড়া অসংখ্য ব্যাঙ্কের শাখা উদ্বোধনই উন্নয়নের ধারা হিসাবে থেকে গেল। এই মহকুমার মানুষের জন্য আজও কোন দ্রুতগামী ট্রেন চালু হলো না। আজও এখানকার পুরোনো স্কুলগুলোই ছাত্রের চাপ বহন করে চলেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কোন উন্নয়ন নেই। জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জী ২০০৪ থেকে ২০১১ কতবার এখানে এসেছেন বা ব্যাঙ্কের শাখা উদ্বোধন কর্মসূচীর উন্নয়নে যা লাভ হয়েছে জনগণের, তার থেকে প্রণববাবুর কনভয়, হেলিকপ্টার, টিফিন প্যাকেট এবং সিকিউরিটিতে অনেক অনেক বেশী খরচ হয়েছে। মন্ত্রীদের খরচ মেটাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে অন্য পথে। মমতা ব্যানার্জী যেখানে চিরকাল সরকারী খরচ বাঁচান, সেখানে প্রণববাবুর এই ব্যাপক অর্থ অপচয় চোখে লাগার মত।

রঘুনাথগঞ্জের মায়া ছাড়া দায়, কালীপুজো পার করেই যাচ্ছেন আই.সি.

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সি. সুধারঞ্জন সরকার এখানকার মায়া ছাড়তেই পারছেন না। কালীপুজোকে সামনে রেখে ২৮ বা ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এখানেই থাকছেন তিনি। খবর, এর আগের কর্মস্থলে তাঁর বদলি উপলক্ষ্যে জোর খানাপিনা হয়ে গেলেও তিনি নাকি এখানকার মতো একই কায়দায় কান্দীতে আরো কিছুদিন অবস্থান করেন। এবং ডোমকলের আই.সির দায়িত্ব এড়িয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার দায়িত্ব নেন। ডোমকলে যান রঘুনাথগঞ্জের আই.সি. সন্দীপ মাল। তাই এবার ঐ ধরনের নাটকের পরিকল্পনা চললেও কুশীলবদের নাকি সুধারঞ্জনই থামিয়ে রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, প্রথম দিকে রাণাঘাটের আই.সি. দায়িত্বে যাচ্ছেন খবর প্রচার হলেও বর্তমানে খবর বারাসাতে জি.আর.পিতে পোষ্টিং হচ্ছে। তবে বিদায় বেলায় উপঢৌকন যা আসার তা তো আসছেই। কৃতি রাজকর্মচারী বলে কথা !

ট্রেন চলে যাওয়ায় রেল চত্বরে ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেশ কিছু হজ যাত্রী গত ২০ অক্টোবর জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে সন্ধ্যার হাওড়াগামী মালদা প্যাসেঞ্জারের যাত্রী ছিলেন। খবর, নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন এসে পড়ায় এবং যথারীতি ছেড়ে দেয়ায় কয়েকজন হজ যাত্রী ঐ ট্রেন ধরতে ব্যর্থ হন। ট্রেন চালককে অনুরোধ করা সত্ত্বেও না দাঁড়ানোর ক্ষোভে কিছু উত্তেজিত মানুষ ষ্টেশনে হামলা চালায়। অ্যাসিঃ ষ্টেশন মাষ্টার সঞ্জয় কুমারের উদ্দেশ্যে তারা মারমুখি হলে ষ্টেশন মাষ্টার বেগতিক দেখে রেল ক্যান্টিং এ আশ্রয় নেন। ষ্টেশন মাষ্টারকে না পেয়ে ক্যান্টিং এর জিনিসপত্র তারা ভাঙচুর করে। সেখানে জি.আর.পি. উপস্থিত থেকেও ঐ দৃশ্য নীরবভাবে দেখে বলে অভিযোগ।

টেলি এক্সচেঞ্জে লক্ষাধিক টাকার ব্যাটারী চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর টেলি এক্সচেঞ্জ থেকে গত ২৪ অক্টোবর রাতে ৪০ ভোল্টের ২৬টা ব্যাটারী ও ১টি ইনভার্টার চুরি হয়। পুলিশ চুরির কিনারা করতে ওখানকার নাইট গার্ড রথীন্দ্রনাথ সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসে। দুটো গেটের তালা অক্ষত রেখে কিভাবে দুষ্কৃতিরা ভিতরে ঢুকলো ও জিনিসপত্র নিয়ে গেল এই প্রশ্নের উত্তরে রথীন জানান – ৪/৬ জন লোক তাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে কাপড় দিয়ে তার মুখ বেঁধে দেয়। তাই চিৎকার বা লোক জানাজানিতে ব্যর্থ হন।

৫ কেজি আফিম সমেত ২ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ পুলিশ গত ১৭ অক্টোবর কাঞ্চনতলা জে.ডি.জে. ইনষ্টিটিউশন এলাকা থেকে দু'জন ব্যক্তি সমেত পাঁচ কেজি আফিম উদ্ধার করে। বাকী একজন গঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে উধাও হয়। ধৃত দু'জনের মধ্যে একজন মদন মণ্ডল, বাড়ী বীরভূমের (শেষ পাতায়)

কংগ্রেস বোর্ডে বেকার হলেন সিপিএমের নিয়োগ করা কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিপিএম বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে আগের ফর্মূলায় ফঃ ব্লকের দু'ই কাউন্সিলারকে নিয়ে কংগ্রেস বোর্ড গড়ে। সেখানে প্রথম দিকে ফঃ ব্লকের তুষারকান্তি সেন চেয়ারম্যান ও কংগ্রেসের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মনসুর আলি, ভাইস চেয়ারম্যান হচ্ছেন এই রকম (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৪১৮

কালীপূজা ঃ সার্ব্বজনীন মিলনোৎসব

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পূজা দুইটি। একটি শরৎকালে, একটি শরৎ শেষে হেমন্তে। একটি দুর্গা, অপরটি কালী। ব্যয়ের অঙ্কে একটি ধনী, অর্থশালী, রাজ-রাজারার পক্ষেই সম্ভব। অপরটি দীন দুঃখী, ভিখারী, চালচুলোহীন শ্মশানবাসীর পক্ষে সহজে করণীয়। দুটিই অশুভ শক্তিকে পরাভূত করিয়া শুভ শক্তির বিজয় অভিযানের প্রতীক। দুই দেবীর পোষাক আশাকের পার্থক্যেই প্রতীয়মান হয় ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য। দেবী দুর্গা সর্বালঙ্কার ভূষিতা। তাঁর ভোগ রাগেও অর্থ কৌলিণ্য প্রকট। দেবী কালিকা উলঙ্গিনী, সাজসজ্জার পরিপাটি নাই। রত্নালঙ্কারের পরিবর্তে বনকুসুমের মালায় সজ্জিতা তাঁর সর্ব অঙ্গ। শ্মশানের শবশির শবহস্ত তাঁর প্রিয় অলঙ্কার। প্রসাধনবিহীন তাঁর কেশ। তিনি এলোকেশী। বন্য উগ্রতা তাঁর চক্ষুতে, আননে, সর্ব অঙ্গে। তিনি বাহনবিহীনা। তাঁর চতুর্দিকে দেবমণ্ডলী নাই, আছেন অতি সাধারণ নীচ শ্রেণীর ডাকিনী, পিশাচিনীরা। শ্মশানবাসী শিবাকুল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ভক্তকুলের অতি সাধারণ ফলমূলে, পানীয়েই তিনি তৃপ্তা। তাঁর আরাধনায় ব্যয়ের অঙ্ক অতি সাধারণ। তিনি সত্যিই মা। দীন-দরিদ্র, গৃহহীন, সমাজহীন হৃতসর্বস্বেরও তিনি জননী। তিনি একাধারে পরমস্নেহময়ী জননী, আবার উগ্র-শক্তিময়ী অসুর-নাশিনী। সন্তানের মঙ্গলার্থে মা মহাকালী অশুভ অসুর শক্তিকে দমন করেন উগ্রচণ্ডা মূর্তিতে। আবার বরাভয় দান করেন আপন সন্তানদের। বিলাস আলোক সজ্জার প্রতি তাঁর কোন স্পৃহা নাই। কর্মব্যস্ত সন্তানের সুবিধার্তে দিবসে তিনি পূজা চাহেন না। কর্মশেষে বিশ্রামের পর, রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁর পূজার আয়োজন। সামান্য প্রদীপের আলোই তাঁর মহাপ্রিয়। প্রাচুর্য্যহীন আরাধনা, বিলাসবর্জিত আরাধনার এই যে বৈশিষ্ট্য ইহাই সত্য সত্য সার্বজনীন আরাধনা। বাঙালীর ঘরে ঘরে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে, উচ্চ নীচ ভেদাভেদবিহীন, মহাশক্তির আরাধনা তাই এত প্রিয়। সেই মহানন্দের বহিঃপ্রকাশে ঘরে ঘরে হয় দীপাবলীর আলোক সজ্জা। এ এক প্রাণের পূজা, সত্যিকারের মায়ের পূজা। মহাকালী মা। তিনি ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের এমন কি চণ্ডালেরও মা। শুচিতা অশুচিতার বালাই নাই এই মাতৃ আরাধনায়। তাই মহাশ্মশানের বুকেও তাঁর পূজাবেদী। সর্ব শ্রেণীর সর্ব বর্ণের মানুষের একত্রিত অঞ্জলি গৃহীত হয় মাতৃ চরণে। কালীপূজার মাধ্যমে তাই বাঙালী মনের জাতপাতের ভেদবিহীন, সার্বজনীন মহাভাবের রূপটি ধরা পড়ে। বাঙালীর এ এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ এক বর্ণ ভেদহীন সার্বজনীন মিলনোৎসব।

শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা – দীপান্বিতা

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

গত ২৬শে আশ্বিন মা আমাদের তপ্ত-হেমাঙ্গিনী বর্ণে দশভূজারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। মহা-সপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী চণ্ডীমণ্ডব আলো করিয়া বিজয়া দশমীর দিন স্বস্থানে গমন করিয়াছেন। আমাদের শত সহস্র দুঃখ ও দৈন্যের পীড়ন আমাদের অস্তিত্ব লোপ করিতে পারে নাই। মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। মায়ের অন্য এক নাম দীনতারিণী অর্থাৎ দীন ব্যক্তির তারণ কারণ তাঁর এই নাম পরিগ্রহ করার কারণ।

মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জনের পর চার দিনের মধ্যে মা দুর্গার কন্যাস্বরূপা লক্ষ্মী কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে দর্শন দিয়াছিলেন। মা দুর্গা বা মা লক্ষ্মীর মূর্তি তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট মন্দিরে গিয়া দর্শন করিতে পাই।

আজ মা খড়্গধারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী, বরাভয়দায়িনীরূপে মন্দিরে আবির্ভূতা হইলেও আমরা মায়ের শ্যামা মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি আমাদের সমস্ত মাঠে মাঠে। শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি আজ শ্যামারূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। কৃষকগণ আজ মহাসাধকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া এই শ্যামা মায়ের অর্চ্চনায় ব্যস্ত। আজ বঙ্গভূমির সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা "তালগাছ নাই তালপুকুর" নামের মতই হইয়া অতীতের স্মৃতি বহন করিতেছে।

মায়ের শ্যামা মূর্ত্তি বহাল রাখিবার জন্য রাজা, মহারাজা, ধনকুবের, বৃথাগর্ব্বে গর্ব্বিত রাজপুরুষ নামক মনুষ্যগুলির ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার সাধনা লইয়া শ্যামা মায়ের সেবাইত উক্ত শ্যামার শ্যামবর্ণ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য আপ্রাণ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। সরকার করভার কৃষকের দুর্ব্বল শিরে অর্পণ করিয়া জলদানের আত্মশ্লাঘা করিলেও সে ঠিক দেবমন্দিরে কুশাগ্রে জল লইয়া পুরোহিত যেমন শান্তিবারি সিঞ্চন করেন, কাহারো মাথায় এক বিন্দু পড়িল কি না সন্দেহ, কর-ভার-পীড়িত প্রজাগণের মায়ের শ্যামা মূর্ত্তি বজায় রাখার পক্ষে চাহিদার তুলনায় জলদানও তাই।

আলোয় জাগাও ধরণীরে

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

রাতের আকাশ কুয়াশার আঁচল দিয়ে ঢাকা। বাতাসে শিরশিরানি। কাশ ঝরে গেছে নদীর কিনারা থেকে। এখন হেমন্ত। শারদোৎসবের রেশ কাটতে না কাটতে দীপাবলি আলোর উৎসব। কেউ বলে দীপান্বিতা, কারো কথায় দেওয়ালী। যে নামেই তাকে ডাকা যাক না – সে তো আলোকোৎসব।

দীপাবলি শুধু আলোর উৎসব নয় ; আনন্দের, সম্মিলনের ও সংহতির উৎসব। এর পেছনে আছে সুপ্রাচীন কালের ঐতিহ্য, সংস্কার নির্ভর লোক বিশ্বাস, মানুষের বিজয় গৌরবের স্মৃতিজড়িত ইতিহাস। মানুষ আলোর অভিসারী, অমৃতের সন্তান। তাই মানুষের প্রার্থনা আলোকের, অমৃতের। ঋষি কণ্ঠ হতে একদিন উচ্চারিত হয়েছিল – তমসো মা জ্যোতির্গময় / মৃর্তো মা অসতোগময়।

এ যুগেও কবি কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি। 'দীপালিকায় জ্বালাও আলো / জ্বালাও আলো, আপন আলো / শুনাও আলোর জয় বাণীরে। / দেবতারা আজ আছে চেয়ে / জাগো ধরার ছেলেমেয়ে / আলোয় জাগাও ধরণীরে।'

অমবস্যার মহানিশায় কালীপুজোর রাত্রে দীপাবলির অনুষ্ঠান। লোকশ্রুতি বলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নাকি এ উৎসবের প্রবর্ত্তনা করেন। এর সত্যাসত্য নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ থাকতেও পারে। কারো কারো মতে এ (৩য় পৃষ্ঠায়)

কৃষক সাধক কর্ত্তৃক নির্মিত প্রান্তরে প্রান্তরে শ্যামা মূর্ত্তির আবির্ভাব যেন মায়ের শ্যামা মূর্ত্তির বিকৃতি না ঘটায় মায়ের নিকটে আমাদের সেই প্রার্থনা। মা শ্যামা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে উলঙ্গিনী দিগ্বসনা মূর্ত্তিতে দশদিক আলো করে যেমন আবির্ভূতা হয়েছেন, যেমন শুম্ভ, নিশুম্ভ, চণ্ডাসুর, মুণ্ডাসুর প্রভৃতি দুর্বৃত্তের বিনাশ ক'রে দেবগণের স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক করেছিলে, তেমনি প্রান্তরে প্রান্তরে শ্যামা অক্ষুন্ন রাখিয়া আমাদের অনশন আধি ব্যধি সব দূর করে দীনের অন্তরে অন্তরে শ্যামা মূর্ত্তি দর্শনের আনন্দ দান কর মা। প্রকাশকাল-১৩৭১

মায়ের দরজায় তরজা

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

কাল ভয়ে ডাকি মা।
কাতরে।
কৃতান্তদলনি তোরে।
হবো সমন জয়ী, দয়াময়ী
তোমার নামের জোরে।
শুন মাগো চতুর্ভুজা, কি দিয়ে
তোর করবো পূজা,
শুদ্ধ জিনিস পাই মা কোথা
ভেজাল গেছে ভ'রে।
বিচার পেতে বিচারালয়,
গিয়ে দেখি মিছার আলয়,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি লয়
করে ঘুষখোরে তস্করে।
বিচার কর তুমি কালি,
ঘুষের নাম হ'য়েছে ডালি,
এ সভ্যতার গালে কালি,
বিচার করছে চোরে।
বিজ্ঞানের কাজ মানুষ মারা,
পরের রাজ্য দখল করা
নেমে আয় মা ভয়ঙ্করা
সব দে সাবার করে।

প্রকাশকাল : ১৩৭১

কলা নিয়ে কেলো

কৃশাণু ভট্টাচার্য্য

কলা নিয়ে বেঁধেছে বিশাল কেলো। জানা যাচ্ছে, ৬৬০০ বছর আগে পাপুয়া নিউ গিনি'র কুক সোয়াম দ্বীপ থেকে একদল নাবিদের সঙ্গে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে হাজির হয়েছিল কলা। তারপর তাদের মধ্যে 'মাল্লি' প্রজাতির কলা ইন্দোনেশিয়া থেকে ৪০০০ বছর আগে চলে আসে ভারতে। তারপর থেকে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে 'কলা' – হিন্দী' ভাষায় 'কেলা'।

ন্যাশানাল আকাডেমি অফ সায়েন্স এর জুন-জুলাই সংখ্যায় কলা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার কথা জানানো হয়েছে। কলার পিছনে অনুসন্ধান করতে শুরু করেছিলেন জেনেটিকস্ বা বংশগতি বিশেষজ্ঞরা। তাদের সঙ্গী হন প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদও। তারাই কলার এ জাতীয় যাত্রাপথের হদিশ পেয়েছেন। ভাষাতত্ত্ববিদরা ইন্দোনেশিয়া থেকে এ দেশে কলার যাত্রাপথে নানা নাম পরিবর্তন নিয়েও রীতিমতো গর্বিত। ইন্দোনেশিয়াতে কলাকে বলা হয় কোয়াতে। (Qarutay)। এই নাম ধীরে ধীরে বদলাতে বদলাতে আগুতে আরুতে কেলুতে কেলু হয়ে 'কেলা' তে পরিণত হয়েছে। ৪০০০ বছর তো আর কম সময় নয়। ২ বছরে কৃষ্ণ যখন অবলীলায় কেষ্ট বা কেষ্টায় বদলে যেতে পারে তবে আর কোয়েতে থেকে কেলা হতে আপত্তি কোথায় ?

'কলা' নিয়ে গবেষণা করছেন ফ্রান্সের সেন্টার ফর এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট এর গবেষক জেডিয়ার কেরিয়া। তার হিসাব কলা ফিলিপাইনস থেকে ভিয়েতনাম, থাইল্যাণ্ড, বার্মা হয়ে ভারতে এসেছে, অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ববিদ মার্ক ডনলুই জানিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনেও ৪০০০ বছর আগে ভারতে কলার আগমন নিশ্চিত করা গেছে।

যদিও সবটা একমত নন ভারতের তিরুচিরাপল্লীর এস মহম্মদ মুস্তাফা। মুস্তাফা দেশের জাতীয় কলা গবেষণা সংস্থার গবেষক। তার মত কলার জন্ম ভারত চীন সীমান্তে। এছাড়া ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকে এবং পশ্চিমঘাট পাহাড়ে কলার আদি প্রজন্মের সন্ধান পাওয়া গেছে।

তবে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতেও কলা ছিল বলে মুস্তাফা জানিয়েছেন।

আপাততঃ কাঁচাই হোক আর পাকা – কলা খাবার আগে একবার ভাববেন না কি – ইন্দোনেশিয়ার ফল খাচ্ছেন ?

আমাদের প্রচুর ষ্টক –

তাই অগ্রহায়ণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

আলোয় জাগাও ধরণীরে

(২য় পাতার পর)

অনুষ্ঠান সুপ্রাচীন। দ্বীপবাসী কেল্টরা তাদের বাসভূমিতে আগুন জ্বেলে দীপাবলির অনুষ্ঠান করতো। অনেকের ধারণা – এর পেছনে ছিল তাদের লোক বিশ্বাস এবং অন্ধ সংস্কার। দ্বীপাঞ্চলে নাকি ডাইনি এবং পরীদের ছিল উৎপাত। হয়তো তাকে বন্ধ করার তাগিদে তারা অন্ধ তামসী ভরা দ্বীপকে অগ্নির আলোক শিখায় ভরে তুলতো।

RAMEL INDUSTRIES Ltd.

Regd. Off-15, Krishnanagar Road, Barasat, Kolkata-700126

র‍্যামেল প্রযুক্তির উৎপন্ন সৌরবিদ্যুৎ

এখন উড়িষ্যার কোণায় কোণায়

র‍্যামেল মানে ভরসা

র‍্যামেল মানে আত্মবিশ্বাস

র‍্যামেল মানে প্রাণের বন্ধন

Organized and Published by Murshidabad Zone

বি.জে.পির বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৩/১০/১১ স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে বি.জে.পি-র কর্মীদের বিজয়া সম্মিলনী হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জ্যোতিপ্রসাদ মুখার্জী। পৌরমণ্ডলের কমল সাহা, অনমিত্র ব্যানার্জী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জেলা যুব সভাপতি ডঃ অলোক পাল, রাজ্য যুব সম্পাদক লাল্টু দাস, জেলা বি.জে.পি. সভানেত্রী মালা ভট্টাচার্য্য, জেলার সাধারণ সম্পাদক ষষ্ঠী ঘোষ, বাবলু কর্মকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, কালো টাকা, বি.পি.এল.-এর স্বচ্ছ তালিকা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে ভ্রষ্টাচারী কংগ্রেসকে কেন্দ্র থেকে উৎখাত করার শপথ নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় সদরঘাটে নেতৃবৃন্দ জনসভা করে কেন্দ্রের দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কর্মপদ্ধতির প্রতিবাদে বক্তব্য রাখেন।

কংগ্রেস বোর্ডে বেকার হলেন সিপিএমের (১ম পাতার পর)

একটা খবর বাজারে চাউর হলেও কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অধীর চৌধুরী মেহেবুব আলমকে চেয়ারম্যান করেন। উল্লেখ্য, মেহেবুবের দাদু নবাবুদ্দিন বিশ্বাস, বাবা আনিসুর রহমান দু'জনেই ধুলিয়ান পুরসভার কমিশনার ছিলেন। গত ১২ অক্টোবর ঐ বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হন দিলীপ সরকার। সিপিএমের বোর্ডের নিয়োগ করা শতাধিক কর্মীকে বর্তমান বোর্ড কাজের অভাব দেখিয়ে বেকার করে দিয়েছে। যেমন দিয়েছিল কংগ্রেসের নিয়োগ করা বেশ কিছু কর্মীকে ছাঁটাই করে সিপিএম বোর্ড ক্ষমতায় এসে।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

এনেছে ঈদ, মহাপূজা ও দীপাবলীর

।। বিশেষ উপহার ।।

★ **MIS** (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯% (৬ বছর)
★ সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ৯.৫০
এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.০০%
★ ৮ বছরে টাকা ডবল হচ্ছে
★ **NSC, KVP, LIP** ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
★ গিফট্ চেক (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
★ অল্প সুদে (মাত্র ১০% – ১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই – অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
★ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩% মধ্যে।
★ ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
★ **ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।**

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ ☐ দরবেশপাড়া

শত্রুঘ্ন সরকার
সম্পাদক

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি

পেনসনের দাবীতে বৃদ্ধা গোমাতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিশ্বাস করুন বা নাই করুন – গত ১০ অক্টোবর এক পশলা বৃষ্টির ঠিক আগে মহকুমা শাসকের অফিসের পেনসন বিভাগে দাপটে প্রবেশ করলো এক স্বাস্থ্যবতী গাভী এবং অন্য ঘরে না ঢুকে ডান দিকে ঢুকেই 'ডেলি রেজিষ্টার' এর খাতা নিয়ে টানাটানি। হয়তো তার দাবী ছিলো শুধু মানুষ কেন – আমরা এত দুধ দিই, চাষ করি – আমাদের পেনসন নাই কেন ? যাই হোক ট্রেজারী বিল্ডিং এর এই অরক্ষিত মহলে গরু, পাগল, চোর, ছাগল সকলেরই অবাধ যাতায়াত।

পুরোনো দলিল আদৌ মিলবে কি ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিমতিতা রেজেষ্ট্রি অফিসের সম্বন্ধে চরম গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। ১৯৯৫, ১৯৯৬, ২০০৪ সালের আংশিক ২০০৫, ২০০৬ সালের সম্পূর্ণ দলিল আজও পাওয়া যায়নি। হাজার হাজার দলিল অফিসে অযত্নে গড়াগড়ি খাচ্ছে। অফিসারের বক্তব্য, কর্ম্মচারীর সংখ্যা কম থাকায় কাজের গতি হচ্ছে না, ফলে বাধ্য হয়েই দলিলের অযত্ন হচ্ছে। বর্তমানে কম্পিউটারের মাধ্যমে হালের দলিলগুলো এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাপক পেয়ে গেলেও পুরোনো দলিলের ক্ষেত্রে অরাজকতা চলছেই।

পূজায় কাঙ্গালের কথা

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

পাষাণের বেটি পাষাণী দুর্গা
ছাড়াছাড়ি নাই এবার ঝগড়া
মুখ চেয়ে কথা বলিব না আর
তোর আগমনে সুখ পাব কি মা –
যখন আমার বয়স আছিল
প্রতিমা গড়িতে কারিগর এলে
বিদ্যালয়ে যবে পড়িতাম আমি
বেশ মনে আছে হইতাম খুসী
সংসারের ভার যত দিন হ'তে
আনন্দময়ীর আগমনে আমি
কোন্ অপরাধে আমার উপর
আর কত দিন করিব মা ! বল্
বৃক্ষ আছে ফল ধরে নাক তাতে
কিন্তু আমারে দিয়েছ জুটায়ে
তাদের আকাঙ্খা পুরাইতে আমি
আমার অভাব বুঝে না তাহারা –
ধনীদের দেখে পত্নী পুত্র মোর
কাঙ্গাল যে আমি, কেমনে জুটাব
কৈলাসেতে থাক গায়ে ছাই মাখ
আসিয়া মাতাও বিলাসের ঢেউ
তোর আগমনে জীবনে বোধ হয়
সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এস তুমি
আসিছে আবার বঙ্গে।
করিব মায়ের সঙ্গে।।
বলিব এবার স্পষ্ট।
বেড়ে উঠে আরও কষ্ট।।
পঞ্চষষ্ঠ বর্ষ।
হ'ত মনে কত হর্ষ।।
তখনও হত আনন্দ।
পাঠশালা হ'লে বন্ধ।।
দিয়েছ আমার স্কন্ধে।
ডুবে থাকি নিরানন্দে।।
হলি মা এমন ক্রুদ্ধ ?
দরিদ্রতা সনে যুদ্ধ ?
ভুমি আছে নাই শস্য।
অনেকগুলিন পোষ্য।।
হয়ে থাকি সদা জব্দ।
করে দেহি দেহি শব্দ।।
হ'তে যায় সবে সভ্য।
তাদের বিলাস দ্রব্য।।
পরণে বাঘের চর্ম।
বুঝি না ইহার মর্ম।।
পাবনা কখন স্বস্তি।
রাজার আশিন কিস্তি।। [প্রকাশকাল-১৩৭১]

৫ কেজি আফিম সমেত ২ জন গ্রেপ্তার (১ম পাতার পর)

খয়রাশোল থানার পাহাড়পার। অন্য জনের নাম জয়ন্ত রায়, বাড়ী মালদার বৈষ্ণবনগর থানার পারলালপুর। পরবর্ত্তীতে জয়ন্তকে পুলিশ রহস্যজনকভাবে ছেড়ে দেয়। মদনকে পরদিন কোর্টে চালান দেয়। আটক আফিমের মূল্য দু'লক্ষ টাকার ওপর বলে জানা যায়।

জঙ্গীপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না

শারদ শুভেচ্ছাসহ

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob.-9434442169/9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।